দৈনিক সংবাদ

DEC. 30 2001

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেই

খুলনায় স্কুলে ভর্তি নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ বিভাগীয় শহর খুলনার সরকারি জেলা স্কুল, করোনেশন গার্লস স্কুল ও মনুজান গার্লস স্কুলসহ নামিদামি স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তা করার লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এর ফলে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা গভীর উদ্বেগ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

খুলনার হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং এখানে কর্মরত একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা ভর্তি মৌসুমে অবৈধভাবে বিরাট অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিল্প ও বন্দরনগরী খুলনায় প্রয়োজনের তুলনায় ভাল স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় অধিকাংশ অভিভাবক তাদের শিশুদের সরকারি জেলা স্কুল, সরকারি করোনেশন গার্লস হাইস্কুল, পাবলিক কলেজ, সরকারি মনুজান গার্লস স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে পাগলের মতো ছোটাছোটি করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও একশ্রেণীর প্রভাবশালী শিক্ষক-অভিভাবকদের এই চরম অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়।

বিশেষ করে খুলনা জেলা স্কুল ও করোনেশন গার্লস স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এখানে আছে অর্থলোভী শিক্ষক ও তাদের সহযোগীদের এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। তারা বিভিন্ন অসৎ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এ দুটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর আসন কম হওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের যে কঠিন ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তার জন্য এ সকল কোমলমতি শিশুদের শিখতে হচ্ছে অনেক কিছু। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণীর শিক্ষক।

সরজমিন গিয়ে দেখা গেছে, খুলনা জেলা স্কুল ও করোনেশন স্কুলের কিছুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার বাসা এখন মিনি স্কুলে পরিণত হয়েছে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাদের কোচিং করানো হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কোচিং করলে ভর্তি হতে পারবে এই আশায় অভিভাবকরা কষ্ট হলেও সন্তানদের পাঠাচ্ছেন ওই সকল শিক্ষকের বাসায়। এছাড়া এক শ্রেণীর কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিভাবকদের অনেকে অভিযোগ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্য এরা নানাভাবে ফন্দি-ফিকির করছে ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবৈধভাবে যোগসাজশ রক্ষা করে চলেছেন।

খুলনা জেলা স্কুল ও সরকারি করোনেশন গার্লস স্কুলসহ নামিদামি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সাধারণত একটি আসনের বিপরীতে অন্তত ১০ জন ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দেয়। গত বছর বহুবিধ দুর্নীতি ছাড়াও অনেক ছাত্রকে ভর্তি করার জন্য ৩ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ সকল দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ১০/১৫ বছর ধরে একই স্কুলে কাজ করছেন।

ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, খুলনায় যদি সরকারি স্কুলের শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা, ফলাফল প্রস্তুত ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব থাকে তাহলে কোন অবস্থায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ হবে না।

অভিভাবকরা ভর্তি প্রক্রিয়ার দুর্নীতি বন্ধে ঢাকায় যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, খুলনায়ও একই পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি যদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে ওই দুর্নীতি বন্ধ হবে। অভিভাবকদের দাবি, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।